জামায়াতি আক্রোশের শিকার কাদিয়ানিরা

সাজেদুর রহমান

সাদ্দাম যতই বলেন তার কাছে ভয়ানক মারণাস্ত্র নেই, বুশ ততই বলেন আছে। খুঁজে না পাওয়া গেলেও আছে, প্রমাণ করা না গেলেও আছে।

কাদিয়ানিদের অমুসলিম ঘোষণার আন্দোলনের অবস্থা হয়েছে সেই সাদ্দাম-বুশের 'নাই' 'আছে' দাবির মতো। খতমে নবুওয়তসহ বেশ কয়েকটি সংগঠন দাবি করছে কাদিয়ানিদের অমুসলিম ঘোষণা করতে। কারণ তারা হজরত মুহাম্মদ (সাঃ)কে শেষ নবী মনে করেন না। পবিত্র কালেমা তৈয়বা 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মদুর রাসুলুল্লাহ'র পরিবর্তে তারা 'আহাম্মদুর রাসুলুল্লাহ' বলেন। কাদিয়ানিরা বারবার স্পষ্ট করে বলছে, আমরা হজরত মুহাম্মদ (সাঃ)কে শেষ নবী মনে করি। কালেমা তৈয়বায় 'আহাম্মদুর' নয় 'মুহাম্মদুর রাসুলুল্লাহ' বলি। কিন্তু আন্দোলনকারীরা বলেই চলেছে- না, কাদিয়ানিরা এটা মানে না। তাদের অমুসলিম ঘোষণা করতে হবে।

এতদিন পর্যন্ত আহমদিয়া সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে ধর্মীয় আন্দোলন চলছিল। সম্প্রতি সাতক্ষীরা অঞ্চলে শুরু হয়েছে শারীরিক আক্রমণ ও নির্যাতন। আহমদিয়া সম্প্রদায়ের বাড়িতে বাড়িতে গিয়ে আক্রমণ করছে একশ্রেণীর মোল্লা। এরা 'খতমে নবুওয়ত' নামে সংগঠনের লোক বলে পরিচিত হলেও, আসলে এদের পরিচালনা করছে জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ। জামায়াতের স্থানীয় নেতারা সক্রিয় ভূমিকা পালন করছে কাদিয়ানি বিরোধী এই আন্দোলনে। খুন-জখমের শিকার হচ্ছে অসহায় মানুষ। নারী এবং শিশুরাও রেহাই পাচ্ছে না ইসলামের নামে আন্দোলনকারী এই মোল্লাদের হাত থেকে।

বিষয়টা কতখানি ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে তা বোঝা যায় একটি ঘটনা থেকেই। সাতক্ষীরার যতীন্দ্রনগরের কওছার মাস্টার তার ছোট বোন হাবিবার চুলগুলো কিম্ভূতভাবে কেটে দিয়েছে। পোশাক পরিয়েছে ময়লা পুরনো। দেখলে মনে হয় পাগলি। এ কাজ কেন করেছেন জানতে চাইলে মাস্টারের চোখ ছলছল করে উঠলো। বললেন, 'ওরে পাগলি বানাইছি যাতে নূরানীর লোকজন ধরে নিয়ে না যায়। ওরা হুমকি দিচ্ছে ধর্ম পরিবর্তন না করলে ধর্ষণ ও গ্রামছাড়া করবে।' শুধু হুমকি নয়, বাস্তবেই হামলা হয়েছে আহমদিয়া জামাতের অনুসারী লোকজনের ওপর। জামায়াতে ইসলামীর মদদে 'ইন্টারন্যাশনাল খতমে নবুওয়ত মুভমেন্ট' নামের জঙ্গি সংগঠনের লোকেরা এই হামলা করেছে গত ১৭ এপ্রিল।

কি হয়েছিল ১৭ এপ্রিল

১৭ এপ্রিল সাতক্ষীরা জেলার শ্যামনগরে ঘটেছিল এক নারকীয় তান্ডবলীলা। খতমে নবুওয়ত সংগঠনের হাজার ত্রিশেক জঙ্গি কর্মী সে দিন শ্যামনগরের যতীন্দ্রনগরে আহমদিয়া সম্প্রদায়ের মসজিদ ঘেরাও করতে যায়। পাঁচ

প্লাটুন পুলিশ, দুই প্লাটুন বিডিআরের কড়া প্রহরা সত্ত্বেও বেশ কিছু জঙ্গি ঢুকে পড়ে মসজিদ প্রাঙ্গণে। তারা আহমদিয়াদের বাড়িঘর ভাঙচুর করে ৭ জন মহিলাসহ ২০ জনকে আহত করে। এর মধ্যে দু'জন মহিলাকে পিটিয়ে শরীর থেঁতলে দিয়েছে জঙ্গিরা। বর্তমানে তারা ঢাকা মেট্রোপলিটন হাসপাতালে চিকিৎসাধীন আছে। প্রত্যক্ষদর্শীদের বিবরণে জানা যায়, দাড়ি-টুপিধারী বিভিন্ন বয়সের 'তালেবা-এলিম'রা অস্ত্র হাতে যেভাবে হাজির হয়েছিল তাতে ওদের মানুষ বলে চেনা যাচ্ছিল না। মহিলা, পুরুষ অনেকেই আহত হয়েছিল। কয়েকজন মহিলার কোলে শিশুসন্তানও ছিল। মহিলারা একটি ঘরে ঢুকে পড়ে ভেতর থেকে দরজা বন্ধ করে দিয়েছিলো। বাইরে চলছিল জঙ্গিদের তান্ডব আর হুঙ্কার। মহিলারা শিশুদের মুখ চেপে ধরেছিলো আতঙ্কে, যাতে কান্নার শব্দ বাইরে না যায়। এ ঘটনা যেন স্মরণ করিয়ে দেয় একাত্তরের বন্দিশিবিরের দুঃসহ পরিস্থিতি।

সুন্দরবনঘেঁষা উপজেলা শ্যামনগর। এ উপজেলার প্রত্যন্ত এক ইউনিয়ন যতীন্দ্রনগর। ১৯৬২ সালে স্থানীয় চেয়ারম্যান শামসুর রহমান আহমদিয়া মতবাদ গ্রহণ করেন। সেই থেকে ইউনিয়নের সুন্দরবনে এ সম্প্রদায়ের যাত্রা শুরু। এখন এ ইউনিয়নের ৫টি গ্রামে ৪ হাজার আহমদিয়া বাস করে। তবে তারা বাস করছে এক মহাতঙ্কের জগতে। যতীন্দ্রনগরের আহমদিয়া সম্প্রদায়ের ভারপ্রাপ্ত আমির আব্দুল মজিদ সর্দার বলেন, 'খতমে নবুওয়তের লোকজন আমাদের মেরেছে, মারছে এবং আরো মারবে বলে শাসাচ্ছে। সরকারের কাছে প্রতিকার চাইলে সরকার আবার তাদের হাতেই তুলে দেয়। আমাদের রক্ষার জন্য গঠিত শান্তি কমিটিতে সব ক'জন খতমে নবুওয়তের লোক।'

সরজমিন যতীন্দ্রনগর, ভেটখালী, ছোট ভেটখালী, বড় ভেটখালী, মারগাঁও, পারসেমারী ঘুরে দেখা গেছে, আহমদিয়া সম্প্রদায়ের লোকজন কেউই একান্ত প্রয়োজন না হলে ঘর থেকে বের হয় না। বের হলেও ৪-৫ জন একসঙ্গে বের হয়। সাধারণের মতো যেকোনো রাস্তা, বাজার, ক্লিনিক তারা ব্যবহার করতে পারে না। মূল সড়কের সঙ্গে যুক্ত ছোট ভেটখালীর একমাত্র পুলটি ব্যবহার করতে দিচ্ছে না খতমে নবুওয়তের লোকজন। সাধারণ মানুষ যাতে আহমদিয়াদের অচ্ছুত মনে করে সেই প্রপাগান্ডা ছড়াচ্ছে উগ্র মোল্লারা। এই প্রতিবেদক আহমদিয়া সদস্য রবিউলের বাড়িতে পানি খেতে চাইলে রবিউলের স্ত্রী বিস্ময় প্রকাশ করে বলেন, 'আমাদের ঘরে পানি খাবেন! ক্যাম্পের পুলিশরা সার্বক্ষণিক আমাদের এলাকায় থাকলেও তারা পানি পর্যন্ত স্পর্শ করে না।'

জানা গেছে, জঙ্গিরা প্রায়ই আহমদিয়াদের শারীরিকভাবে লাঞ্ছিত করে। সাতক্ষীরার শ্রেষ্ঠ স্কুলগুলোর মধ্যে অন্যতম সুন্দরবন স্কুলের

Bmj‡gx HK¨‡Rv‡Ui GKvs‡ki Avgxi dRj j nK Avwgbx

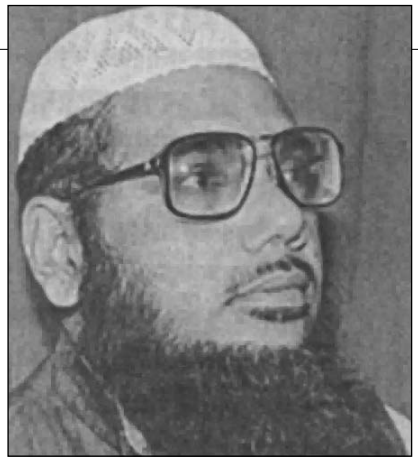

প্রবীণ শিক্ষক আব্দুল ছাদেক জানালেন, '১৮ এপ্রিল স্কুলের কাজে যশোর যেতে হয়। ফেরার পথে হরিনগর, ভেটখালী সড়কে ৪-৫ যুবক পথরোধ করে। তারা আমাকে কাদিয়ানি, কাফেরসহ অশ্লীল গালাগাল করতে করতে টেংরাখালী পানি উন্নয়ন বোর্ডের বাঁধের ওপর নিয়ে আসে। তারা আমার মানিব্যাগ, ঘড়িসহ সব নিয়ে নেয়। জামা-কাপড় নিয়ে নেয়। বারবার বলেছি, 'আমি তোমাদের বাবার বয়সের, স্কুলশিক্ষক। আমাকে ছেড়ে দাও। তারা আমার কথায় আরো উত্তেজিত হয়। আমাকে বালিতে শুইয়ে ৫০ পর্যন্ত উল্টো করে গুনতে বলে। গোনা শেষ হলে আমাকে আমার বাড়ির বিপরীত দিকে যেতে বলে।' ওই একই দিনে জঙ্গিরা অপর আরেক অবসরপ্রাপ্ত স্কুলশিক্ষক নওশের আলী ফকিরকেও হেনস্থা করে।

Rv½ nvgjvi wkKvi Avng` qv m`m¨ †mwjbv Bmjvg

নওশের আলী ১৯ এপ্রিল হরিনগর বাজারে গিয়েছিলেন বাজার করতে। বাজারে জঙ্গিরা তার ব্যাগে ইট বোঝাই করে বলে, 'এবার বাড়ি যা।' অবসরপ্রাপ্ত জেলা তথ্য অফিসার কওছার আলী মোল্লা, ঘেরশ্রমিক আজগর আলী ফকির বাইরে বেরুতে গিয়ে জঙ্গিদের হাতে লাঞ্ছিত হয়েছেন।

আহমদিয়ার মাল, দরিয়ামে ঢাল

জঙ্গিরা আহমদিয়াদের সম্পত্তি তছনছ করছে। তারা গোয়ালের গরু, গাছের ফল কিংবা মাঠের শস্য নিয়ে যাচ্ছে যখন খুশি। যতীন্দ্রনগরে খতমে নবুওয়ত কর্মী শওকত ও তার সাঙ্গপাঙ্গরা গত ১৯ এপ্রিল আবু ওয়াছেলের বাড়িতে ঢুকে গরু নিয়ে যায়। সেই গরু জবাই করে তারা ভাগবাটোয়ারা করে নেয়। এসএম রবিউলের বাড়ির গাছের আম এবং জিল্লুর ক্ষেতের ফসল লুট হয়েছে। প্রশাসনের কাছে নিরাপত্তা চাওয়ায় যতীন্দ্রনগর সুন্দরবন স্কুলে অস্থায়ীভাবে পুলিশ ক্যাম্প করেছে। এই প্রতিবেদক ২৭ এপ্রিল দুপুর ১২টার সময় ক্যাম্পে গেলে দেখা যায়, স্কুলের দুটি বিশাল কক্ষে ৩-৪ জন মানুষ ঘুমাচ্ছে। বাকি ২-৩ জন অলস ভঙ্গিতে বসে আছে। কারো পরনেই ইউনিফরম নেই। ক্যাম্পের এসআই ওয়াসিম উদ্দিন জানালেন, 'দুপরে একটু রেস্ট নিচ্ছি।' ক'জন পুলিশ এই ক্যাম্পে আছে জানতে চাইলে বলেন, 'আমরা ৭ জন আছি।' তিনি আরো জানালেন, সকাল ১০টার দিকে যতীন্দ্রনগরে মাওলানা নূরানী এসেছিলেন একটা মতবিনিময় সভায়। সেখানে বলেছেন, 'মামলা হয়েছে আমাদের নামে। আমরাও ওদের নামে মামলা করবো। ৬০ থেকে ৭০ হাজার টাকা লাগবে। আপনারা টাকার সংগ্রহ করুন।' ওয়াসিম আরো জানালেন, 'নূরানী সাহেব হরিনগরে ও ছোট ভেটখালী গেছেন। তবে কোথাও কোনো সংঘর্ষ হয়নি।' এই পুলিশ কর্মকর্তা আহমদিয়াদের সম্পত্তি লুট হওয়া প্রসঙ্গে বলেন, 'কিছু বিচ্ছিন্ন ঘটনা ঘটেছে। তবে এখন সব ঠিক আছে।'

আহমদিয়াদের ওপর আক্রমণের প্রত্যক্ষদর্শী স্থানীয় বাজারের মোকিয়া ফার্মেসির আব্দুস সাত্তার জানান, '২০-২৫ হাজার মানুষ আয়লো। যে যা হাতের কাছে পাইছে তাই নিয়ে চলে গেছে। তবে পুলিশ-বিডিআর থাকায় আহত কম হয়েছে। তা না হলি একটাও বাঁচার কথা আছিল না।' আহমদিয়া সম্প্রদায়ের পাবলিক রিলেশন অফিসার জিল্লুর রহমান জানান, 'খতমে নবুওয়ত আমাদের নামে অপব্যাখ্যা দিচ্ছে। তিনি খতমে নবুওয়তের বিলিকৃত লিফলেট ও 'খতমে নবুওয়ত বর্ষ ও কাদিয়ানি আস্তানা ঘেরাও' নামের পুস্তিকা দেখালেন।

পুস্তিকার পেছনের পাতায় দৃষ্টি আকর্ষণ করে বললেন, 'এখানে আমাদের নামে দশটি অভিযোগ করা হয়েছে। আমরা অভিযোগ খন্ডন করে লিফলেট দিয়েছি। খতমে নবুওয়তের সঙ্গে ওপেন চ্যালেঞ্জ করেছি। গত ২১ মার্চের দৈনিক প্রথম আলোর কাটিং দেখিয়ে জিল্লুর রহমান বলেন, 'আমরা আলোচনায় বসতে সব সময় প্রস্তুত।' তিনি বলেন, 'আহমদিয়ারা শান্তিপ্রিয়ভাবে সারা বিশ্বে ইসলাম প্রচারে লিপ্ত। বিশ্বনবীর বিশ্বপ্রেমের বাণী ঘরে ঘরে পৌঁছানোর ব্যবস্থা আল্লাহ করছেন।'

১৭ এপ্রিলের ঘটনা প্রসঙ্গে তিনি বলেন, 'পুলিশ যখন সাইনবোর্ড নিয়ে আল্লাহর ঘর মসজিদের দিকে আসছিল, আমরা তখন মাটিতে লুটিয়ে পড়ি। বলি, আমাদের লাশের ওপর দিয়ে সাইনবোর্ড লাগাও। পুলিশ শোনে না। সমস্ত বাধা অগ্রাহ্য করে মসজিদের দেয়ালে সাইনবোর্ডটি লাগায়। নূরানী তখন মাইকে চিৎকার করে বলেছে, 'আমাদের মিশন সফল।' আমরা অবশ্য ৩ ঘন্টা পর সাইনবোর্ড নামিয়ে ফেলি।' 'এটি মসজিদ নয়,

কাদিয়ানিরদের উপাসনালয়' লেখা সাইনবোর্ডটি খুলে ফেলায় আবার পরিবেশ উত্তপ্ত হতে যাচ্ছিল। তবে পুলিশ ও স্থানীয়দের উদ্যোগে সংঘর্ষ আর দীর্ঘায়িত হয়নি বলেও জানালেন আমির।

আক্রমণকারী উগ্র সংগঠন খতমে নবুওয়তের বিরুদ্ধে স্থানীয় থানায় ৪টি এজাহার করা হয়েছে। মামলা হয়েছে ৩টি। ৩টি মামলায় বাদী যথাক্রমে মোঃ অহেদুর রহমান, মোঃ মইজ উদ্দিন ও শেখ আলম। ৩টি মামলায় মাহমুদুল হাসান মোমতাজী ও মুফতি নূর হোসাইন নূরানীকে প্রধান আসামি করে ৩২ জনের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। নালিশি আদালত 'ক' অঞ্চলের অধীনে মামলাটি তদন্তাধীন আছে। শ্যামনগর থানার ওসি আগামী ৩০ জুনের মধ্যে প্রতিবেদন জমা দেবেন বলে স্থানীয় পুলিশ প্রশাসন জানায়।

পালে হাওয়া যুগিয়েছে জামায়াত

সাপ্তাহিক ২০০০-এর অনুসন্ধানে জানা গেছে, জামায়াত-চরমোনাই পীরের লোকজনও এই খতমে নবুওয়তের সঙ্গে সরাসরি জড়িত। বিএনপি-আওয়ামী লীগ দলগতভাবে যোগ না দিলেও অনেকে ব্যক্তিস্বার্থ হাসিলের জন্য খতমে নবুওয়তের ডাকে সাড়া দেয়।

সাতক্ষীরার ঘটনার পেছনে জামায়াতের সুস্পষ্ট মদদ আছে। অভিযোগ রয়েছে, আহত আহমদিয়ারা ১৭ এপ্রিল তাদের বাসভবন লুটের পর মামলা করতে গেলে স্থানীয় সাংসদ গাজী নজরুল ইসলাম হরিনগর পুলিশ কর্মকর্তাকে কোন মামলা নিতে নিষেধ করেন। সে সময় স্থানীয় সাংবাদিকরা থানায় উপস্থিত ছিলেন। যতীন্দ্রনগরের ১৭ এপ্রিলের ঘটনার আগে ১১ এপ্রিল সাংসদ নজরুল জামায়াতের ১২ জন রোকন ও ইসলামী শাসনতন্ত্র আন্দোলনের ৫ সদস্যকে নিয়ে শ্যামনগরের ইউএনওর সঙ্গে একটি বৈঠক করেন। জামায়াত যে প্রত্যক্ষভাবে মদদ দিচ্ছে তার প্রমাণ মেলে, পুলিশ-বিডিআরের প্রবল বাধা সত্ত্বেও ওই এলাকায় সর্বকালের বড় গণজমায়েত হয়েছে। অভিযোগ পাওয়া গেছে, সমস্ত যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন এমনকি টিএন্ডটিও বিনা নোটিশে ঘটনার দিন সাংবাদিক, ক্লিনিকসহ গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের ফোন সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে রাখে। ২৫ এপ্রিল টিএন্ডটি

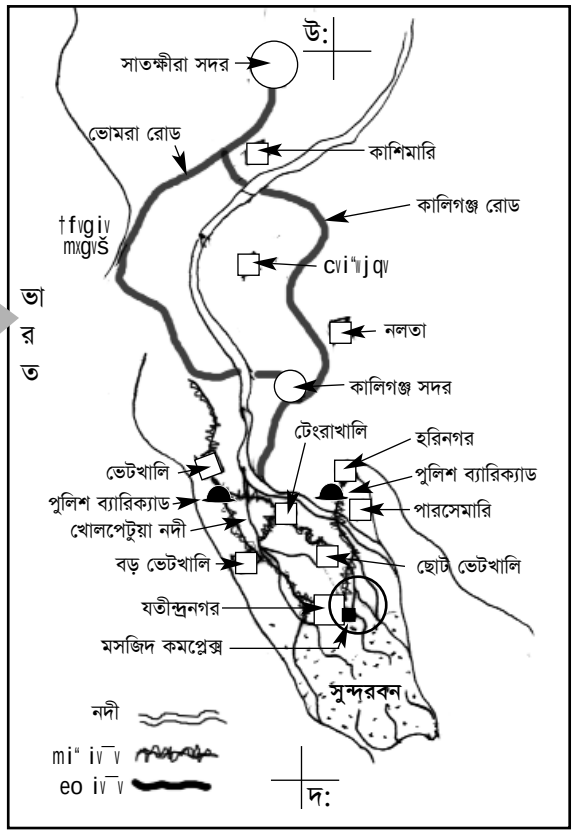

বৃত্তাকার অংশটি খতমে নবুওয়তের জঙ্গি কর্তৃক ঘেরাও দেখানো হয়েছে

আবার সংযোগ দেয়। সংযোগ বিচ্ছিন্নতার কারণ জানতে চাইলে টিএন্ডটি জানায়, এক্সচেঞ্জের ব্যাটারি বসে গেছে। তাই লাইন বিচ্ছিন্ন ছিল। এখন সব ঠিক আছে। এক্সচেঞ্জটিতে জেনারেটরের ব্যবস্থা রয়েছে।

জামায়াতের বিভিন্ন বৈঠকে উপস্থিত হওয়া নেতা আব্দুর রাজ্জাক মোড়লসহ কয়েকজনকে ঘটনাস্থলে সক্রিয় দেখা গেছে। জামায়াত দাবি করেছে, সাতক্ষীরার ঘটনার সঙ্গে তাদের কোনো সম্পর্ক ছিল না। কিন্তু প্রত্যক্ষদর্শীরা বলেছেন, জামায়াতের এমপির এলাকায় জামায়াতের সহযোগিতা ও মদদ ছাড়া বহিরাগত লোকজন গিয়ে এ ধরনের হামলা সম্ভব ছিল না।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক সাংবাদিক জানান, সাতক্ষীরায় খতমে নবুওয়তের সৃষ্টি করেছে জামায়াত। বর্তমানে সাতক্ষীরায় খতমে নবুওয়তের প্রধান মাওলানা নূর হোসেন জামায়াতের সমর্থক। গত নির্বাচনে নূর হোসেন নির্বাচনী প্রচারণায় জামায়াতের হয়ে কাজ করেছেন। জয়নগর আমেনী সিনিয়র মাদ্রাসার শিক্ষক হাফিজুর রহমান জানান, মুন্সিগঞ্জ মসজিদের ইমাম মাওলানা আব্দুল গফুর, বংশীপুর শাহী জামে মসজিদের ইমাম মুফতি আব্দুস সালেক, মোহাদ্দেস ইউনুস আলী, আব্দুল রাজ্জাকসহ ইউনিয়ন পর্যায়ের জামায়াত নেতারা খতমে নবুওয়তের সব কর্মকান্ডে অংশগ্রহণ করেছে। অনুসন্ধানে জানা যায়, ঘটনার ২-৩ দিন আগে থেকে আসা জঙ্গিদের নিয়ে মসজিদে বৈঠক করে জামায়াত নেতারা আহমদিয়াদের অমুসলিম ঘোষণা দিয়ে যতীন্দ্রনগর মসজিদ কমপ্লেক্স নিশ্চিহ্ন করার আহ্বান জানায়। ঘটনার দিন হরিপুর থেকে জামায়াত নেতা মাওলানা আব্দুল গফুর ও মুফতি আব্দুস সালেকের পৃথক দুটি জঙ্গি মিছিল এসে যতীন্দ্রনগরে নবুওয়তের জমায়েতে যোগ দেয়। জামায়াতের সম্পৃক্ততা বিষয়ে কৈখালী ইউনিয়নের গণপ্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক রফিকুল ইসলাম বলেন, '১৭ তারিখ তো জামায়াত দলীয়ভাব অংশগ্রহণ করেছেই, ১৮ ও ১৯ তারিখেও তারা তান্ডব চালিয়েছে।' রফিকুল জানান, ছোট ভেটখালীতে আহমদিয়ার সদস্য ব্যবসায়ী আহমেদ আলী মোল্লার বাড়িতে দুই দিন জামায়াতের যতীন্দ্রনগর ইউনিয়নের আমির আব্দুর রাজ্জাকের পুত্র মোঃ রবিউল ইসলামের নেতৃত্বে হামলা ও লুটতরাজ চলে। এছাড়াও তারা আহমদিয়া সদস্য আহমেদ আলী মোল্লা, আব্দুল আলীম, আবু ওয়াসেক, শেখ আলেম, শেখ ওয়াদুদ, ফারুক আহমেদ, এনসার আলী গাজী, জিএম আতাউর রহমানসহ ৮-১০ জনের বাড়িতে লুটতরাজ চালায়। তারা আসবাবপত্র, সোনার গহনা, নগদ টাকা, জমির দলিল, ইলেকট্রিক সামগ্রীসহ বিভিন্ন মূল্যবান জিনিস লুট করে। আবার লোক দেখানোভাবে লুণ্ঠিত মালের কিয়দংশ গ্রামবাসীর সামনে ফেরত দেয় জঙ্গিরা। টিএনও যে শান্তি কমিটি গঠন করেছিলেন তাতে আব্দুর রাজ্জাকও সদস্য। কমিটির সদস্য হয়ে ক্ষমতা দেখানোর জন্য নিজের পুত্রের লুণ্ঠিত কিছু মাল ফেরত দিয়েছে।

জামায়াতে ইসলামী খতমে নবুওয়তের সঙ্গে কোনোভাবেই জড়িত না বলে দাবি করলেন সাতক্ষীরা জেলা জামায়াতের প্রচার

সম্পাদক, বিটিভির স্থানীয় প্রতিনিধি ও প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক আলতাফ হুসাইন। শিবিরের জেলা সভাপতি মোঃ ওমর ফারুক বলেন, 'জামায়াত বা শিবির রাজনৈতিক মতাদর্শে খতমে নবুওয়তকে সমর্থন দেয় না। ১৭ এপ্রিলে যারা গিয়েছিল তারা ব্যক্তিগতভাবেই গিয়েছিল।'

যারা গুরুতর আহত হয়েছেন

আহতের অধিকাংশ মহিলা। কারণ তারা ১৭ এপ্রিল ঘরেই ছিল। ভেবেছিল ঝামেলা মসজিদের কমপ্লেক্সের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে। পুরুষরা ঘটনার দিন মসজিদের পাশে অবস্থান নিয়েছিল। মেয়েরা ঘরে থাকা অবস্থায় জঙ্গিরা হামলা করে। আহত হয় রহিমা ওহেদুর (৩৫), ফেরদৌসী বেগম (৩২), সেলিনা ইসলাম (২৭), ফরিদা বেগম (৩৪), পানু বেল্লাল (৫৫), ছফুরা নূরানী (৫২), আনোয়ারা বেগম (৬০)। আহতের মধ্যে রহিমা ওহেদুর ও ফেরদৌসী বর্তমানে ঢাকা মেট্রোপলিটন হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।

কারা জড়িত

আহত সেলিনা ইসলাম জানান, বড় ভেটখালীর মাওলানা আব্দুল মান্নান মোড়ল, ছোট ভেটখালীর আব্দুল মজিদ মাস্টার ও শহর আলী গাজী এবং যতীন্দ্রনগরে খতমে নবুওয়তের আহ্বায়ক আরমান আলী সর্দার ও তাদের সাঙ্গ-পাঙ্গরা বাড়িঘরে আক্রমণ করে। 'সামনে যা পেয়েছে ভেঙেছে, যেগুলো নেয়ার নিয়েছে, বাধা দিতে গেলেই আঘাত করেছে।'

হামলার সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত হিসেবে যাদের নাম পাওয়া যাচ্ছে তারা হলেন- মাওলানা মাহমুদুল হাসান মোমতাজী, মুফতি নূর হোসেন নূরানী, আবু সাঈদ, মোঃ শাহীনুর রহমান, ভেটখালীর ওয়াদুদ গাজী, যতীন্দ্রনগরের আজিত আলী, আঃ মান্নান মোড়ল, মোঃ গফুর গাজী, রাশিদুল, আবুল গাজী, একবার গাজী, জহুর মিস্ত্রী, আবু সাঈদ, নূর ইসলাম, মতিউর রহমান, আজিজুর রহমান, আশরাফ হোসেন, জিমদাসীর কাগজী, জাহাঙ্গীর, জলিল গাজী, সিদ্দিক মোড়ল, মহাবৃত, মোস্তফা, রাশিদুল, নূরুল ইসলাম, আমিনুর রহমান, আকবর গাজী এবং

LZ‡g beIq‡Zi †bZv gd¯Z bi †nv‡mb biwbx

আজিবর।

অসহায় আহমদিয়ার লোকজন

আহমদিয়া সম্প্রদায় আমাদের দেশে দীর্ঘদিন ধরে শান্তিতে বসবাস করলেও গত কয়েক বছর ধরে তারা আর ভালো নেই। একের পর এক হামলা হচ্ছে তাদের ওপর। সর্বশেষ আক্রান্ত হয়েছে সাতক্ষীরার আহমদিয়া সম্প্রদায়। সেখানে এর আগেও ২০০১ সালে আক্রমণ হয়েছিল। তাদেরকে ঈদের নামাজ পড়তে দেয়নি। প্রশাসন বরাবরই এ বিষয়ে নির্লিপ্ত রয়েছে। সাতক্ষীরায় এত বড় ঘটনার পর জেলা প্রশাসক কাদিয়ানিদের ডেকে জোর করে সাদা কাগজে সই নিয়ে জানিয়ে দিল, সুন্নিরা বা খতমে নবুওয়ত কর্তৃক তারা কোনো ক্ষতির শিকার হয়নি। তারা ভালো আছে। দায়সারা পুলিশি টহল করে আর গোটা কতক কমিটি করে দায়িত্ব শেষ করেছে।

এমনকি এনজিওরা অপেক্ষায় ছিল কি ঘটনা ঘটে দেখার। আহমদিয়া মসজিদ ঘেরাও কর্মসূচির কথা আগে থেকেই পত্রিকায় প্রচার হওয়ায় নারীপক্ষ, সিডোসহ ১০-১২টি এনজিওর ঢাকার কর্মকর্তারা আগে থেকে শহরে এসে বসেছিল। প্রেস রিলিজসর্বস্ব তাদের কাজ প্রেস পর্যন্ত পৌঁছেছে কি না, কোন পত্রিকায় কিভাবে তাদের সংগঠনের নাম, তাদের নাম, ছবি ছাপা হয়েছে কি না- এ নিয়ে ব্যস্ত থেকেছে। শহরের সবচেয়ে বিলাসবহুল হোটেলে শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত কক্ষে শুয়েবসে আর উৎসব আমেজে এনজিও কর্মীরা সাতক্ষীরার সহিংস ঘটনা মনিটর করেছে। বিকেলে মিষ্টি রোদে হোটেলে কনফারেন্স রুমে, কিংবা পার্কে টাকা দিয়ে জনগণ ভাড়া করে এনে শোডাউন করেছে। এনজিও কর্মী সুমনের সঙ্গে মোবাইলে যোগাযোগ করা হলে তিনি জানান, সম্রাট কমপ্লেক্সে আছেন। সুমনের বর্ণনামতে, সম্রাট কমপ্লেক্সের তৃতীয় তলার কোনার ডাবল রুমের সামনে গিয়ে দাঁড়াতেই ভেতরে বেশ কিছু নারীকণ্ঠের হাসির শব্দ পাওয়া গেলো। রুমের দরজায় কড়া নাড়তেই খুবই ফিটফাট একটা যুবক হাত বাড়িয়ে স্বাগত জানিয়ে ঘরের ভেতরে প্রবেশ করতে বলল। ভেতরে ঢুকতেই আরো ৫ জন বিভিন্ন বয়সের নারীকে দেখা গেলো। তারা পরিচয় দিলো সবাই বিভিন্ন এনজিওর কর্মী। সবাই স্থানীয়। এ হোটেলরুমে কি করছেন জানতে চাইলে নারীপক্ষের ফরিদা আখতার বলেন, 'সাতক্ষীরায় আমাদের সেন্ট্রাল লিডাররা এসেছে। তাদের সঙ্গে আমরাও আছি।'

আপনারা কি করছেন জানতে চাইলে তিনি বলেন, আমরা ঘটনা মনিটর করছি। যতীন্দ্রপুরে গিয়েছি। আহমদিয়াদের সঙ্গে কথা বলেছি। ওদের দুটি মেয়ে ধর্ষিতা হয়েছে। তিনি আরো বলেন যে তারা ১৪ তারিখ থেকেই মনিটরিং করছিলেন।

তাহলে সহিংসতা ঠেকানো গেলো না কেন জানতে চাইলে তিনি বলেন, আমরা ঠেকাবো কি করে। এটা তো সরকারের দায়িত্ব।

কিছু বাম সংগঠন ও স্থানীয় সাংস্কৃতিক মুক্তচেতনার মানুষ কাদিয়ানিদের পক্ষে থেকেছেন বটে। তাদের রক্ষা করতে পারেননি। জামাতের দোর্দন্ড প্রতাপের কারণে তারা টিকতে পারেনি। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষা কমিটির আহ্বায়ক কাজী রিয়াজ বলেন, 'নূরানী প্রচন্ড উগ্র ও বেপরোয়া। তাদেরকে কোনো কোনো মহল মদদ যুগিয়েছে। স্বাধীনতারবিরোধী শক্তি কাদিয়ানিদের বিরুদ্ধে। তার প্রধান কারণ '৭১-এ কাদিয়ানিদের অধিকাংশ ছিল মুক্তিযোদ্ধা। কাদিয়ানি সদস্য দাউদ আলী ছিলো আঞ্চলিক ট্রেনিং কমান্ডার। সুন্দরবন স্কুল ছিল এ এলাকায় মুক্তিকামী মানুষের শেল্টার। সুযোগ-সুবিধা বুঝে সেই স্বাধীনতাবিরোধী শক্তি

মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে। মানুষের সরল ধর্ম বিশ্বাসে বিষাক্ত বিষবাষ্প ঢুকিয়ে এখানকার বহুদিনের পারস্পরিক সুসম্পর্ক নষ্ট করছে। সাতক্ষীরা জজকোর্টের অ্যাডভোকেট মুস্তফা লুৎফুল্লা বলেন, 'সাম্প্রদায়িক শক্তির এখন জোয়ার চলছে। তারা উগ্র জঙ্গি মতবাদে বিশ্বাসী। সংখ্যালঘুদের নির্যাতন, সন্ত্রাস করাই তাদের কাজ। সাতক্ষীরায় যা হলো তা স্রেফ সন্ত্রাস বললে ভুল হবে।'

সাতক্ষীরা শহরে ও শ্যামনগরে একাধিক কমিটি হয়েছে। জেলা ডিসির উদ্যোগে ১০১ সদস্যবিশিষ্ট সাম্প্রদায়িক সম্প্রতি কমিটি, শ্যামনগর ইউনিয়নে টিএনও'র উদ্যোগে নাগরিক কমিটি, এনজিওর উদ্যোগে শহর শান্তি রক্ষা কমিটি অন্যতম। ভেটখালী, হরিণাগরসহ সাতক্ষীরা জেলায় শুধু আহমদিয়াদের রক্ষার জন্য আরো ৪-৫টি কমিটি ও তাদের প্রেস রিলিজের অস্তিত্ব পাওয়া যায়।

হরিণানগর ভেটখালী যতীন্দ্রনগরে কোনো থানা বা ফাঁড়ি ছিলো না। ১৭ এপ্রিলের পর ওই যায়গাগুলোতে ৭-৮ জনের পুলিশের একটি দল অস্থায়ী পুলিশ ক্যাম্প স্থাপন করেছে। তারা সার্বক্ষণিক দুটি দলে বিভক্ত হয়ে টহল দেওয়ার নির্দেশ থাকলেও অধিকাংশ সময় ক্যাম্পেই থাকে। এই প্রতিবেদক ২৮ এপ্রিল তিনটি ক্যাম্পে গেলে কোনো পুলিশকেই কর্তব্যরত অবস্থায় দেখা যায়নি। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক একজন পুলিশ সদস্য জানালো, এখন এলাকা ঠান্ডা। তাদের উপস্থিতিতেই এলাকায় লুট ও লাঞ্ছনার ঘটনা ঘটেছে। কেন জানতে চাইলে সেই সদস্য জানায়, ওরা (আহমদিয়ারা) ইসলাম ধর্ম মানে না। মেয়ে-পুরুষ একসঙ্গে নামাজ পড়ে। মসজিদে ডিস এন্টিনা। হুজুরদের দাবি তাদের উপাসনালয়ের নাম মসজিদ রেখে মানুষ ধোঁকা দিচ্ছে। তাই এলাকার মানুষ বাধা দিচ্ছে। আমরা অবশ্য দেখছি, বড় কোনো সমস্যা হয় কি না।

আমিনীর বক্তব্য

এদিকে খতমে নবুওয়তের একাংশের নেতা ইসলামী ঐক্যজোটের আমির ফজলুল হক আমিনী সাতক্ষীরার ঘটনায় নূরানীর তীব্র সমালোচনা করে বলেন, নূরানী যা করছে তা সমর্থনযোগ্য নয়। তবে এ কথা ঠিক আহমদিয়াদের বিরুদ্ধে আন্দোলন অত্যন্ত যৌক্তিক। কাদিয়ানি সম্প্রদায় মহানবীকে (সঃ) শেষ নবী না মেনে কাফের হওয়া সত্ত্বেও মুসলিম পরিচয় প্রচার করে ১৪ কোটি মুসলমানের সঙ্গে প্রতারণা করছে। আমেনী আরো বলেন, 'পৃথিবীর ৩৭টি দেশের হাইকোর্ট থেকে কাদিয়ানি সম্প্রদায়কে অমুসলিম ঘোষণা করেছে। এমনকি কাদিয়ানিরা মক্কা ও মদিনায় ঢুকতে পারে না। তাই আমরা বাইতুল মোকাররমের খতিবের অধীনে খতমে নবুওয়ত আন্দোলন করেছি।' এই ৩৭টি দেশে কাদিয়ানিদের অমুসলিম ঘোষণার যে দাবি আমিনী করছেন তার কোনো প্রমাণ পাওয়া যায়নি। গায়ের জোরে তারা এই দাবি করে মানুষকে বিভ্রান্ত করছেন।

সাতক্ষীরায় ৩ মাসের সংখ্যালঘু নির্যাতন চিত্র

দেশের দক্ষিণ-পূর্বের জেলা সাতক্ষীরা। অধিকাংশ মানুষ ধর্মভিরু। শিক্ষার হার স্থানীয় এনজিও সুশাসনের তথ্যমতে ২৪ শতাংশ। শ্যামনগরের শিক্ষার হার জেলার মধ্যে সবচেয়ে কম। মাত্র ১৮ শতাংশ। জেলার নিরক্ষর-দরিদ্র গোষ্ঠীর অধিকাংশ মানুষ ধর্মভিরু। হিন্দু-মুসলমান প্রায় সমান। সাতক্ষীরায় জামায়াতের একটা শক্ত ঘাঁটি তৈরি করেছে। তারাই এখানে মাঝে মাঝে উগ্রসাম্প্রদায়িক অপকর্ম করে থাকে। অপকর্মগুলোর মধ্যে একটি হলো সংখ্যালঘু নির্যাতন। বিগত তিন মাসে স্থানীয় পত্রিকা ও থানার রেকর্ড থেকে প্রাপ্ত তথ্যে দেখা যায়, ৮টির মতো সংখ্যালঘু নির্যাতনের ঘটনা ঘটেছে।

১. ২ জানুয়ারি ২০০৫। শ্যামনগরের কালামেঘা গ্রামের সুনিতা রাণী (২২) তার মেয়ে খুকুমনিকে (৫) স্থানীয় ইউপি চেয়ারম্যান জগলুল হয়দার। নিহতের বাবা প্রেস কনফারেন্স করে জানায় সম্পত্তি আত্মসাৎ করতে আমাকে নির্বংশ করে দিতে চায়। পুলিশ প্রশাসন একটা দায়সারা চার্জশিট দেয় যাতে কাউকে সুনির্দিষ্টভাবে অভিযুক্ত করা হয়নি। দেখানো হয় অবৈধ সম্পর্কের জের ধরে এই হত্যাকান্ড।

২. ২১ জানুয়ারি ২০০৫। ভোর সাড়ে ৫টায় তালা উপজেলার নলতা গ্রামের ময়জুদ্দিন মোড়ল তুচ্ছ ঘটনার রেশ ধরে তার সন্ত্রাসী বাহিনী নিয়ে পূর্ণচন্দ্র মন্ডলের বাড়িতে হানা দেয়। পূর্ণচন্দ্রের জামাই নিতাই চন্দ্র মন্ডলকে বেধড়ক মারধর করে। পুত্রবধূ রানী মন্ডলকেও আহত করে। পুলিশ এ ঘটনার কোনো রেকর্ড রাখেনি।

৩. অপলনাতা দাসীকে (৩০) ধর্ষণ করে সদর উপজেলার শিবপুর গ্রামের জামায়াত কর্মী মকলেশর রহমান গত ৪ ফেব্রুয়ারি। ঘটনাটা জানাজানি হলে স্থানীয় জামায়াত নেতারা মকলেশকে তাদের দলের কেউ না এবং উন্মাদ বলে প্রচার করে।

৪. গত ৭ ফেব্রুয়ারি শ্যামনগর থানায় বাংলাভাইয়ের দল জেএমবি সদস্য গহর গাজীর পুত্র আব্দুল, ভৈরবনগর গ্রামের খোকন, মহাদেব সাহাকে একটি মিষ্টির হাঁড়ি পাঠিয়েছেন। সঙ্গে চিঠিতে জানিয়েছে ৫০ হাজার টাকা দিতে হবে, নইলে প্রাণে বাঁচতে দেবে না। ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী মহাদেব ৩০ হাজার টাকা দিয়ে সেবার প্রাণ রক্ষা করেছেন বলে জানা যায়।

৫. বাংলাভাইয়ের ক্যাডাররা ২৪ ফেব্রুয়ারি শহরের বিশিষ্ট ৭ জনকে প্রাণনাশের হুমকি দিয়ে চিঠি পাঠায়। ৭ জনের মধ্যে একজন ছাড়া সবাই সংখ্যালঘু হিন্দু। প্রথমে আছে জেলা কৃষক লীগের সভাপতি ও হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের সভাপতি বিশ্বজিৎ সাধু। দুই, তালা থানার আওয়ামী লীগের সভাপতি নুরুল ইসলাম। সাধারণ সম্পাদক সনৎ কুমার ঘোষ, আওয়ামী লীগ নেতা নিত্যনন্দ মুখার্জী ও অশোক লাহিড়ি।

৬. ২৭ ফেব্রুয়ারি সদর উপজেলার ১০ নং আগরদাঁড়ি ইউনিয়নের ৬ নং ওয়ার্ডের রামনগর গ্রামের পূজা মন্ডপ নির্মাণে বাধা দিয়েছে আঃ ছাত্তার মোল্লা, সবুর মোল্লা, সিদ্দিক মোল্লাসহ ১০/১২ জন লাঠি দা দিয়ে পূজা মন্ডপ নির্মাণে বাধা দেয়। গ্রামবাসীর থেকে সন্তোষ কুমার বিশ্বাস, শ্যামপদ ভরতী, নিরাপদ সিংহসহ ১০ জন থানায় জানায়। থানা কোনো পদক্ষেপ নেয়নি।

৭. সদর থানার আগরদাঁড়িতে মন্দিরে ব্রহ্মত্ব সম্পত্তি আত্মসাৎ করার পায়তারা করছে স্থানীয়রা। (সূত্র: ৮ মার্চ দৈনিক সাতক্ষীরা চিত্র।)

৮. ঝাউডাঙ্গায় গোরস্থান ও শ্মশান ঘাট নিয়ে জটিলতা দেখা দিয়েছে ২৭ মার্চ।

এরপর আমাদের কথা হয় মুফতি নূরানীর সঙ্গে। খতমে নবুওয়তের উগ্র নেতা হিসেবে ইতিমধ্যে তিনি নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন।

সাপ্তাহিক ২০০০ : আপনারা কেন আন্দোলন করছেন?

মুফতি নূর হোসেন নূরানী : আহমদিয়া মুসলিম জামাত আমাদের নবীকে মানে না। আমাদের মসজিদে যায় না। আমাদের সঙ্গে ঈদ করে না। এতেই বোঝা যায় ওরা মুসলমান না। ইসলামের নামে কুফরি মতবাদ প্রচার করছে। আমরা তাদের চিরতরে নির্মূল করার জন্য আল্লাহর রাস্তায় নেমেছি।

২০০০ : খতমে নবুওয়ত নামে কয়টি গ্রুপ আছে?

নূরানী : সম্ভবত ৫টি। তবে আমাদের অংশের তাকদ আছে। আমরা সব থেকে শক্তিশালী। আমাদেরটার ছাড়াও মমতাজী, চরমোনাই, আমিনী ও বায়তুল মোকাররমের খতিব ওবায়দুল হকের অনুসারীরা একই লক্ষ্য নিয়ে কাজ করছি।

২০০০ : রাজনৈতিক দল আপনাদের কেমন সহায়তা করছে?

নূরানী : সব দলই আমাদের সহায়তা করছে। সাতক্ষীরায় জামায়াত আমাদের ভালো সহায়তা করেছে। সব জায়গাতেই জামায়াত আমাদের সঙ্গে আছে। সব মুসলমান ভাই-ই আমাদের সহায়তা করেছে।

২০০০ : বগুড়ায় কাদিয়ানিদের মসজিদ ঘেরাওয়ের অনুষ্ঠানে বলেছেন, 'প্রধানমন্ত্রীর অনুমতি নিয়েই এসেছি। তারেক জিয়া আমার সমবয়সী। বন্ধু মানুষ...।'

নূরানী : ঠিক এরকম বলিনি। সরকার উপর দিয়ে আমাদের বিরোধিতা করছে। আসলে কোনো মুসলমান আমাদের বিরোধিতা করতে পারে না। তবে তারেক জিয়ার সমবয়সী আমি।

২০০০ : আপনি সাতক্ষীরা জনসভায়

বলেছেন, আমার পাঞ্জাবির এক পকেটে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আরেক পকেটে এখানকার ডিসি-এসপি।

নূরানী : আমার মুসলমান ভায়েরা দ্বিধাবিভক্ত। তারা ইসলামের পথে আসতে চাইলেও ইহুদি-নাসারার ভয়ে আসতে পারে না। তাদের সাহস দেয়ার প্রয়োজন আছে। আপনি কি বলেন?

২০০০ : বায়তুল মোকাররমের খতিব ওবায়দুল হকের মতে আপনারা ইসলামের নামে সন্ত্রাস ও উগ্রতা দেখাচ্ছেন?

নূরানী : দেখেন ওবায়দুল সাহেব বুড়া হয়ে গেছে, বয়স ৮০। বাইরে বেরুতে পারেন না, তাই জনবিচ্ছিন্ন হয়েছেন। না বুঝে বলেছেন।

২০০০ : যতীন্দ্রনগরের ১৭ এপ্রিল কর্মসূচি সম্বন্ধে বলেন।

নূরানী : আমরা সফল হয়েছি। দেশের অন্যান্য জেলার মতো এ জেলায়ও আল্লাহর হুকুমে প্রচুর লোকসমাগম হয়েছে।

২০০০ : আপনাদের আন্দোলনের পরবর্তী টার্গেট কোন জেলা?

নূরানী : আমরা এ বছরের মধ্যে দেশ থেকে সমস্ত কাদিয়ানিকে নিশ্চিহ্ন করে দেবে। তারা যদি ক্ষমা ভিক্ষা করে, ধর্ম পরিবর্তন করে তবে অন্য কথা। তা যদি না করে তবে ২৩ ডিসেম্বর বকশীবাজারস্থ কাদিয়ানিদের মসজিদ ঘেরাওয়ের কর্মসূচি দিয়েছি।

২০০০ : তাহলে কি পরবর্তী টার্গেট বকশীবাজার?

নূরানী : না। আমরা দেশের অন্য জেলাগুলোতেও কর্মসূচি দেবেন। শেষে ঢাকায়। ময়মনসিং ও নারায়ণগঞ্জে আমাদের পরবর্তী কর্মসূচি আছে।

কাদিয়ানিদের অমুসলিম ঘোষণার দাবি নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে আন্দোলন করছেন বায়তুল মোকাররম মসজিদের ইমাম ওবায়দুল হক।

সাপ্তাহিক ২০০০ : ইন্টারন্যাশনাল খতমে নবুওয়ত মুভমেন্ট বাংলাদেশ যা করছে তা কি আপনি সমর্থন করেন?

ওবায়দুল হক খতিব : আমি নিজেও খতমে নবুওয়ত করি। আমাদেরটা সৃষ্টি পাকিস্তান আমলের শেষের দিকে। সে সময় নাম ছিল আনজুমান খতমে নবুওয়ত। '৯১-এ নাম পরিবর্তন করে রাখা হয় খতমে নবুওয়ত আন্দোলন। আর নূরানী সাহেবরা যা করছে তা আলাদা। তারা ইসলামের নামে সন্ত্রাস ও উগ্রতা ছড়াচ্ছে। তারা লাঠি মিছিল করে ত্রাস সৃষ্টি করছে। কাফন মিছিল করে মানুষের মনে আতঙ্ক ছড়াচ্ছে। নূরানী সাহেবরা কাদিয়ানিবিরোধী আন্দোলনের ধারাবাহিককতার ক্ষতি করছে।

২০০০ : তাদের সঙ্গে এ বিষয় নিয়ে আলোচনা হওয়া কি উচিত নয়?

ওবায়দুল হক : ওদের আলোচনার টেবিল ভালো লাগে না। আমি ব্যক্তিগতভাবে ওদের প্রধানসহ নূরানীকে বুঝিয়েছি। কিন্তু ওরা শোনে না।

বিশিষ্টজনের বক্তব্য

সাতক্ষীরার যতীন্দ্রনগরে মৌলবাদী দ্বারা আহমদিয়া মুসলিম জামাতের মসজিদ দখল ও হামলা-লুটতরাজের তীব্র নিন্দা করেছে 'একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি' এবং 'মৌলবাদ ও সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী দক্ষিণ এশীয় গণসম্মেলন'।

ঘাদানিক নেতা শাহরিয়ার কবির বলেন, 'প্রশাসন আন্তরিক হলে জঙ্গি মৌলবাদী সন্ত্রাসীদের প্রতিহত করা যেতো। বকশীবাজার, নারায়ণগঞ্জ ও নাখালপাড়া আহমদিয়া মসজিদের সম্ভাব্য হামলার সময় আমরা তা প্রত্যক্ষ করেছি। দুর্ভাগ্যের বিষয় হচ্ছে সাতক্ষীরার জামায়াতি এমপির মদদে প্রশাসনের সহযোগিতায় খতমে নবুয়তের সদস্যরা এ ধরনের সহিংসতা প্রদর্শন করেছে। আহমদিয়ারা মাটিতে শুয়ে আহাজারি করে আল্লাহকে ডেকেও নিস্তার পায়নি। সন্ত্রাসীদের হামলা থেকে কর্তব্যরত সাংবাদিকও রেহাই পায়নি।'

সাতক্ষীরার ঘটনা প্রসঙ্গে অধ্যাপক কবীর চৌধুরী বলেন, 'এ কথা আমরা বহুবার বলেছি, কে মুসলমান আর কে মুসলমান নয়, এটা নির্ণয়ের অধিকার পবিত্র কোরআন কিংবা বাংলাদেশের সংবিধান কোনো সরকার অথবা রাজনৈতিক গোষ্ঠীকে দেয়নি। আমাদের সংবিধানে সব নাগরিকের নিজ নিজ ধর্ম পালন ও প্রচারের স্বাধীনতা নিশ্চিত করা হয়েছে। খতমে নবুওয়ত এবং তাদের সহযোগীরা অমুসলিম ঘোষণার দাবি জানিয়ে যেভাবে আহমদিয়াদের ওপর হামলা চালাচ্ছে তা শুধু বাংলাদেশের সংবিধান লঙ্ঘন নয়, জাতিসংঘের সর্বজনীন মানবাধিকার সনদেরও পরিপন্থী।'

ব্যারিস্টার শওকত আলী খান বলেন, 'সাতক্ষীরায় খতমে নবুওয়তের যে সন্ত্রাসীরা আহমদিয়াদের নিরীহ মানুষ, বিশেষভাবে নারীদের ওপর হামলা করেছে অবিলম্বে তাদের গ্রেপ্তার ও বিচার করা উচিত। একই সঙ্গে সংবিধান লঙ্ঘন করে পুলিশের যে কর্মকর্তারা খতমে নবুওয়তের ক্যাডারের দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে আহমদিয়া মসজিদের খতমে নবুওয়তের সাইনবোর্ড ঝুলিয়ে দিয়েছে তাদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানাচ্ছি।'

নারীনেত্রী হেনা দাস বলেন, 'ইতিপূর্বে ইউরোপীয় ইউনিয়নসহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থা বাংলাদেশে আহমদিয়া মুসলিম জামাত এবং সংখ্যালঘু ধর্মীয় লোকদের ওপর নির্যাতনের যেভাবে ক্ষোভ প্রকাশ করেছে তা বাংলাদেশের ভাবমূর্তির জন্য ক্ষতিকর বলে আমি মনে করি।'

২০০০ : তাহলে আপনাদের কৌশল কি?

ওবায়দুল হক : আমরা সমঝোতার মাধ্যমে করতে চাই। আমাদের মুভমেন্টের দুটি দিক। এক. কাদিয়ানিদের বোঝানো, তওবা করানো। দুই. সরকারকে চাপ দিতে থাকা, আহমদিয়াদের অমুসলিম ঘোষণা করার জন্য।

২০০০ : আহমদিয়াদের অমুসলিম ঘোষণা করতে হবে কেন? তারা তো নবীকে মানে?

ওবায়দুল হক : বিপথগামী আবু জেহেলও মুহাম্মদ (সাঃ)কে মানত। কিন্তু সে মুসলমান নয়। কাদিয়ানিরাও বিপথগামী। তারা তৈহিদ রিসালত থেকে কাফেরের পথে চলে গেছে।

২০০০ : আহমদিয়া জামাতকে কাফের বলছেন কেন?

ওবায়দুল হক : হজরত মুহাম্মদ (সাঃ) শেষ নবী। তিনি খাতামান্নবীইন। তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ। কিন্তু আহমদিয়া জামায়াত তা মানে না। নামাজ-রোজাসহ সব আচার অনুষ্ঠান বিকৃত করিয়া আদায় করে। মুহাম্মদ (সাঃ) বলে গেছেন, 'আমার মৃত্যুর পর আর ১৩ জন নবী দাবি করবে। তাদের মানা যাবে না। ইমাম মাহাদী তাদের একজন।'

২০০০ : খতমে নবুওয়তের ব্যাপারে আপনাদের সিদ্ধান্ত কি?

ওবায়দুল হক : আমরা চাই তাদের ধর্ম তারা পালন করবে। ইসলামের নামে মানুষকে বিভ্রান্ত করতে পারবে না। তাদের উপাসনালয়ে মসজিদের সাইনবোর্ড লাগানো যাবে না। আমরা এ বিষয়ে ধর্ম মন্ত্রণালয়ে কথা বলছি। পৃথিবীর ৪০-৫০টি দেশের মতো আমাদের দেশও তাদের অমুসলিম ঘোষণা করুক।

২০০০ : ওই সব দেশের দু-একটা নাম বলবেন-

ওবায়দুল হক : পাকিস্তান, সৌদি আরব, মিশর, কাতারসহ ৪৫টি দেশে অমুসলিম ঘোষণা করেছে।

২০০০ : ওই সব দেশে সরকারিভাবে তো কোনো রুল জারি হয়নি?

ওবায়দুল হক : ওই সব দেশের আলেম সমাজ এ সিদ্ধান্ত নিয়েছে। মিশরের আল আজহার বিশ্ববিদ্যালয় তাদের অমুসলিম ঘোষণা করেছে। সৌদি আরব কাদিয়ানিদের হজ করতে দেয় না। এতেই তো প্রমাণ হয় কাদিয়ানিরা অমুসলিম ঘোষিত হয়ে গেছে।

জামায়াত এখন বলতে চাইছে তারা খতমে নবুওয়তের জঙ্গি-সন্ত্রাসী আন্দোলন সমর্থন করে না। এ কথাটি খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। জামায়াত আসলে ইসলামের নামে যারা আন্দোলন করে তাদের সবাই জঙ্গিবাদী হিসেবে পরিচিত করাতে চায়। এটা করাতে পারলে জামায়াতের সুবিধা। নিজেদেরকে আধুনিক মুসলিম রাজনৈতিক দল হিসেবে প্রমাণ করা সহজ হয়। সেই কৌশলেই অগ্রসর হচ্ছে জামায়াত। অন্যদেরকে ব্যবহার করছে। খতমে নবুওয়তের মাদ্রাসার আরবি পড়া মোল্লারা জামায়াতের খপ্পরে পড়ে ব্যবহৃত হচ্ছে। জামায়াতের আক্রোশে দিন দিন অসহায় হয়ে পড়ছে কাদিয়ানিরা। লাভবান হচ্ছে জামায়াত। ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে বাংলাদেশ।